

## Teacher's Content

### বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ অসহযোগ আন্দোলন</li> <li>✓ ৭ মার্চের ভাষণ</li> <li>✓ ২৫ মার্চ গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা</li> <li>✓ মুজিবনগর সরকারের গঠন ও প্রশাসন</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা</li> <li>✓ বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ</li> <li>✓ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান</li> <li>✓ মুক্তিবাহিনীর গঠন কাঠামো</li> </ul> |
|--|---|

## Content Discussion

### অসহযোগ আন্দোলন

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু সরকার গঠনের পরিবর্তে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ঐ দিনই (১ মার্চ) দেশব্যাপী অসহযোগের আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ‘অসহযোগ আন্দোলন’ পরিচালিত হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই একাত্তরের ২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে নূর আলম সিদ্দিকী ও শাজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে আ.স.ম আব্দুর রব ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন এ চার নেতা মিলে এক বৈঠকে ‘স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করে। ঐ দিনই (২ মার্চ ‘৭১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের বটতলায় এক ছাত্রসভায় আ.স.ম আবদুর রব বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করেন। জাতীয় পতাকা ছিল সবুজ আয়তক্ষেত্রের মধ্যে লাল বৃত্ত এবং লাল বৃত্তের মধ্যে বাংলাদেশের মানচিত্র। মানচিত্র খচিত এই পতাকার ডিজাইনার ছিলেন শিব নারায়ণ দাশ। এজন্য ২ মার্চ ‘জাতীয় পতাকা দিবস’ হিসাবে পালন করা হয়।

পতাকার উভয় পার্শ্বে মানচিত্রটি সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলার অসুবিধার কারণে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হতে মানচিত্রটি সরিয়ে ফেলা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার বর্তমান রূপটি ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি সরকারিভাবে গৃহীত হয়। বর্তমান জাতীয় পতাকার ডিজাইনার পটুয়া কামরুল হাসান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকার বিবরণ সবুজ আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের ৫ ভাগের এক ভাগ। লাল বৃত্তটি পতাকার খানিকটা বাম পাশে।

### তথ্য কণিকা

- ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল- ২ মার্চ।
- ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন শেষ হয়েছিল- ২৫ মার্চ।
- অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই ২ মার্চ থেকে সংগঠনগুলো যে পরিষদ গঠন করেছিল- স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।
- ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন- ১ মার্চ, ১৯৭১।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রথমবারে মত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়- ২ মার্চ।
- ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করে- ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।
- আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি সঙ্গীতটি পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচিত হয়- ৩ মার্চ, ১৯৭১।
- ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে প্রতিরোধ দিবস পালন করে ২৩ মার্চ।
- স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে শেষ হয়- অসহযোগ আন্দোলন।
- “লোকটি এবং তার দল পাকিস্তানের শত্রু, এবার তারা শাস্তি এড়াতে পারবে না” উক্তিটি করেছিল- জেনারেল ইয়াহিয়া খান।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক ঘোষণা করা হয়- ৩ মার্চ।

### স্বাধীনতার ইসতেহার ঘোষণা

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক 'স্বাধীনতার ইস্তেহার' পাঠ করা হয়। এই ইস্তেহারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে 'জাতির জনক' এবং 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

## ৭ মার্চের ভাষণ

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ১৮ মিনিট-এর এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো ভাষণটিকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ ভাষণে তিনি ৪টি দাবির কথা উল্লেখ করেন এবং প্রচ্ছন্নভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। দাবি চারটি হল:

- ক. সামরিক শাসন প্রত্যাহার
- খ. গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর
- গ. সেনাবাহিনীর গণহত্যার তদন্ত
- ঘ. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া

এ ভাষণ রেডিও টিভিতে সম্প্রচার হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। এ ভাষণ স্বাধীনতা আন্দোলন বেগবান করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ৭ মার্চের ভাষণ ছিল মূলত স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা। এ ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন- “এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।”

## তথ্য কণিকা

- বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণ যে ময়দানে দিয়েছিল তার বর্তমান নাম- সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।
- ৭ মার্চ ভাষণ প্রদানকালে যে আন্দোলন চলছিল- অসহযোগ আন্দোলন।
- ৭ মার্চের ভাষণের মূল বিষয় ছিল- ৪টি।
- অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল- ৭মার্চ ভাষণের পর।
- এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম উক্তিটি যে ভাষণের অংশ- ৭ মার্চ ভাষণের।
- ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো এ ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
- রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চের ভাষণ শুরু হয়েছিল- বিকাল ৩ ঘটিকায়।

## ২৫ মার্চের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা

১৯ মার্চ, ১৯৭১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গাজীপুরে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র গতিরোধ গড়ে তোলা হয়। পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫

মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যামূলক অভিযান চালিয়েছিল তার নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন সার্চ লাইট’।

### স্বাধীনতার ঘোষণা

২৫ মার্চ ১৯৭১ রোজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২.৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমন্ডির ৩২ নং বাসা হতে গ্রেফতার করা হয়। ওইদিন দিনের বলা যে কোন জরুরি ঘোষণা প্রচারের উপলক্ষ্যে তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রকৌশলী নিয়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবনে একটি ট্রান্সমিটার স্থাপন করেন বলে আওয়ামী লীগ সূত্রে উল্লেখ আছে। বন্দি হবার পূর্বে মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এ ঘোষণা ওয়ার্ল্ডস যোগে (৩৬তম বিসিএস) চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। পরের দিন বিবিসি'র প্রভাতী অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি প্রচারিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা হিসাবে ধরে নিয়ে ১৯৮০ সালে ২৬ মার্চকে স্বাধীনতা দিবস বা জাতীয় দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ২৬ মার্চ, ১৯৭১ দুপুরে তৎকালীন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেন। ২৭ মার্চ, ১৯৭১ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পুনঃ পাঠ করেন।

### তথ্য কণিকা

- স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের শুরু- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে।
- আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি হয়- ১০ এপ্রিল, ১৯৭১।
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানে সংযোজন হয়- পঞ্চদশ সংশোধনীতে।
- আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন- অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
- ২৬ মার্চ অপরাহ্নে লিফলেটের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক- আব্দুল হান্নান।
- ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় সাড়ে সাতটায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করেন- মেজর জিয়াউর রহমান।

### মুজিবনগর সরকারের গঠন ও প্রশাসন

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল নির্বাচিত সাংসদগণ আগরতলায় একত্রিত হয়ে এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে সরকার গঠন করেন। এই সরকার স্বাধীন সার্বভৌম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।' স্বাধীনতার সনদ (Charter of Independence) বলে এই সরকারের কার্যকারিতা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের

বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে এম এ মান্নান-এর পরিচালনায় অধ্যাপক এম ইউসুফ আলীর নিকট এ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। ঐ দিনই এম ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

### এক নজরে বাংলাদেশের প্রথম সরকার

গঠন	১০ এপ্রিল, ১৯৭১
শপথ গ্রহণ	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
অস্থায়ী সচিবালয় ও ক্যাম্প অফিস	৮ নং থিয়েটার রোড, কলকাতা
রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি)
অস্থায়ী ও উপ-রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দীন আহমদ
অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী	এম মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র, সরবরাহ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং কৃষি মন্ত্রী	এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান
পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী	খন্দকার মোশতাক আহমদ
মন্ত্রি পরিষদ সচিব	এইচ টি ইমাম
প্রধান সেনাপতি	কর্নেল (অব.) এম এ জি ওসমানী এমএনএ
চিফ অব স্টাফ	ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার
সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি	মওলানা ভাসানী (চেয়ারম্যান) তাজউদ্দীন আহমদ (আহবায়ক) কমরেড মণি সিং (সদস্য) অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (সদস্য) মনোরঞ্জন ধর (সদস্য) খন্দকার মোশতাক আহমদ (সদস্য)
বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত	আব্দুল মান্না এম এন এ (তথ্য ও বেতার), এমএনএ (পুনর্বাসন), আমিরুল ইসলাম এমএনএ (ভলান্টিয়ার কোর), মতিউর রহমান (বাণিজ্য)

### তথ্য কণিকা

- মুজিবনগর সরকার বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র জারি করা হয়- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।
- বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল- কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার ভবেরপাড়া গ্রামে (বর্তমান মুজিবনগর)।
- মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাজধানীর নাম- মুজিবনগর (১৭ এপ্রিল-১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত)
- মুজিবনগর সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১: মেহেরপুর বৈদ্যনাথতলার (পরবর্তীতে মুজিবনগর) আমবাগানে।

- আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেন- অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১।
- প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ক্যাম্প বা অফিস ছিল- ভারতের কলকাতা ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন-অধ্যাপক এম ইউসুফ আলী, ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১।
- মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন- সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
- মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- তাজউদ্দীন আহমদ।
- মুজিবনগরে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ছিল- রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির।
- মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের শপথ পাঠ করান- অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
- এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন- জনাব আবদুল মান্নান।
- বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি এবং কর্নেল এম এ জি ওসমানী মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে অনুষ্ঠানে সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গার্ড অব অনার প্রদান করে- পুলিশ ও আনসার।
- গার্ড অব অনার প্রদানে নেতৃত্ব দেন- তৎকালীন চুয়াডাঙ্গার Sub Divisional Police Officer (SDPO)- সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বীরপ্রতীক।
- বাঙালির প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে এই স্থানটির নামকরণ করা হয়- ‘মুজিব নগর’।
- ‘মুজিব নগর’ নামকরণ করেন- তাজউদ্দিন আহমদ।
- যে কয়টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছিল- পাঁচটি।
- অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ছিল- ৯ জন।

### মুক্তিযুদ্ধের রণ কৌশল

১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল কর্নেল ওসমানী সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৭ এপ্রিল তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়। জুলাই মাসের ১১-১৭ তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সেক্টর কমান্ডারদের বৈঠকে যুদ্ধের বিভিন্ন দিক ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে যোদ্ধাদের দল গঠন এবং রণকৌশল নিম্নরূপ:

- (ক) ৫ থেকে ১০ জন প্রশিক্ষিত সদস্যকে নিয়ে গঠিত গেরিলা দল তাদের উপর অর্পিত সুনির্দিষ্ট কাজের দায়িত্বসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্ধারিত এলাকায় প্রেরণ করা হবে;
- (খ) যোদ্ধারা শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ আক্রমণ পরিচালনা করবে এবং তাদের শতকরা ৫০ ভাগ ও তদূর্ধ্ব অস্ত্রশস্ত্র বহন করবে। শত্রুবাহিনী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী গোয়েন্দা নিয়োগ করা হবে এবং তাদের ৩০ শতাংশকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হবে। শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার সময় নিম্নবর্ণিত রণকৌশলসমূহ প্রয়োগ করা হবে:
- (ক) বাটিকা বা অতর্কিত আক্রমণ এবং লুকিয়ে থেকে শত্রুর উপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য বিপুলসংখ্যক গেরিলা যোদ্ধা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ করা হবে;

- (খ) শিল্প-কারখানা অচল করে দেওয়া হবে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা হবে;
- (গ) তৈরি পণ্য অথবা কাঁচামাল রপ্তানিতে পাকিস্তানীদের বাধা দেওয়া হবে;
- (ঘ) শত্রুর চলাচলে বাধা সৃষ্টির জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া হবে;
- (ঙ) কৌশলগত সুবিধা লাভের লক্ষ্যে শত্রুবাহিনীকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং
- (চ) বিচ্ছিন্ন শত্রু সেনাদের নির্মূল করার লক্ষ্যে তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করা হবে। বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হবে।

### মুক্তিবাহিনীর গঠন কাঠামো

প্রধান সেনাপতি: কর্নেল (অব) এম এ জি ওসমানী

১. অনিয়মিত বাহিনী (গেরিলা-এফ এফ) বাঙালি বিদ্রোহী সৈনিকবৃন্দ)
  ২. নিয়মিত বাহিনী- এম এফ- (বাঙ্গালী বিদ্রোহী সৈনিকবৃন্দ) নিয়মিত বাহিনীর অধীনে- ব্রিগেড বাহিনী-৩টি
  - ক. জেড ফোর্স: এর অধীনে ১ম, ৩য় ও ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট: কমান্ডার- মেজর জিয়াউর রহমান।
  - খ. কে ফোর্স: এর অধীনে ৪র্থ, ৯ম ও ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ১ম ফিল্ড রেজিমেন্ট, ১ম মুজিব ব্যাটালিয়ন। কমান্ডার- মেজর খালেদ মোশাররফ।
  - গ. এস ফোর্স: এর অধীনে ২য় ও ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। কমান্ডার- কে এম শফিউল্লাহ।
- সেক্টর বাহিনী ১১টি সেক্টরে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করে। এর মধ্যে ১০ নং সেক্টর নৌ সেক্টর।

তথ্য কণিকা

- মুক্তিবাহিনী বা সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ছিলেন- জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী।
- জেনারেল ওসমানী বাংলাদেশের সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন- ১৭এপ্রিল, ১৯৭১।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর যে সেক্টরের অধীনে ছিল- দুই নম্বর সেক্টর।

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একজন ইতালির নাগরিক মৃত্যুবরণ করেন, তার নাম-মাদার মারিও ভেরেনজি।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল- পাকিস্তানের করাচি শহরের মিয়ানওয়ালি কারাগারে।
- বাংলাদেশের প্রতি প্রথম আনুগত্য প্রকাশ করেন- পাকিস্তানের হাইকমিশন অফিস প্রধান এম হোসেন আলী।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পান-৮ জানুয়ারি, ১৯৭২।

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ১১টি সেক্টরে এবং ৬৪টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছে।

সেক্টর	সেক্টর কমান্ডারগণ	এলাকা
১ নং	<ul style="list-style-type: none"> <li>• মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন)</li> <li>• মেজর রফিকুল ইসলাম (জুন-ডিসেম্বর)</li> </ul>	ফেনী নদী হতে দক্ষিণাঞ্চলে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পাবর্ত্য রাস্তামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা।
২নং	<ul style="list-style-type: none"> <li>• মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)</li> <li>• মেজর এ.টি.এম. হায়দার সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)</li> </ul>	বৃহত্তর নোয়াখালী এবং কুমিল্লা, বি-বাড়িয়ার আখাউড়া- ভৈরব রেল লাইন পর্যন্ত এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশ।
৩নং	<ul style="list-style-type: none"> <li>• মেজর শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)</li> <li>• মেজর নুরুজ্জামান সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)</li> </ul>	আখাউড়া- ভৈরব রেললাইনের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ।
৪নং	<ul style="list-style-type: none"> <li>• মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত</li> <li>• ক্যাপ্টেন আব্দুর রব</li> </ul>	মৌলভীবাজার জেলা, সিলেটের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে পূর্ব-উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক ও সুনামগঞ্জের অংশ।
৫ নং	<ul style="list-style-type: none"> <li>• মেজর মীর শওকত আলী</li> </ul>	সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সিলেটের উত্তর ও পশ্চিম এলাকা, সুনামগঞ্জ (৪ নং সেক্টরের অংশ বাদে)।
৬নং	<ul style="list-style-type: none"> <li>• উইং কমান্ডার এম. এ বাশার</li> </ul>	বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলা (ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত)।
৭নং	<ul style="list-style-type: none"> <li>• মেজর নাজমুল হক (এপ্রিল-আগস্ট)</li> <li>• মেজর কাজী নুরুজ্জামান (আগস্ট-ডিসেম্বর)</li> </ul>	বৃহত্তর রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলা (ব্রহ্মপুত্র নদের তীর এলাকা ব্যতীত)।
৮ নং	<ul style="list-style-type: none"> <li>• মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল-আগস্ট)</li> <li>• মেজর এম.এ. মঞ্জুর (আগস্ট-ডিসেম্বর)</li> </ul>	বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল, রাজবাড়ী জেলা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও খুলনা অঞ্চলের অংশবিশেষ (দৌলতপুর- সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত)
৯ নং	<ul style="list-style-type: none"> <li>• মেজর আব্দুল জলিল (এপ্রিল-ডিসেম্বর)</li> <li>• মেজর এম. এ মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ডিসেম্বর)</li> <li>• মেজর জয়নাল আবেদীন</li> </ul>	সাতক্ষীরা-দৌলতপুর সড়কসহ খুলনা অঞ্চলের দক্ষিণাঞ্চল এবং বরিশাল বিভাগ।
১০ নং	<ul style="list-style-type: none"> <li>• নিয়মিত কোন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন না।**</li> </ul>	অভ্যন্তরীণ নৌ ও সমুদ্রবন্দর নৌপথ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল।
১১ নং	<ul style="list-style-type: none"> <li>• মেজর আবু তাহের (এপ্রিল- ৩ নভেম্বর পর্যন্ত)</li> <li>• ফ্লাইট লে: এম হামিদুল্লাহ (৩ নভেম্বর-ডিসেম্বর)</li> </ul>	ময়মনসিংহ অঞ্চল (কিশোরগঞ্জ ব্যতীত)

\*\* মুক্তিযুদ্ধে ১০ নং সেক্টরের কোন কমান্ডার ছিল না। নৌ যুদ্ধাঙ্গণ যখন কোন সেক্টরের এলাকায় অভিযান চালাত, তখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিনিয়র কর্মকর্তার অধীনে তারা যুদ্ধ পরিচালনা করত।

তথ্য কণিকা

- মুক্তিযুদ্ধের ব্যতিক্রমধর্মী সেক্টর- ১০ নং সেক্টর, নৌ সেক্টর।
- বাংলাদেশের যে সেক্টরে নিয়মিত কমান্ডার ছিল না- ১০ নম্বর সেক্টর।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন ফোর্স ছিল- ৩টি।

- এম এ জি ওসমানীকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে ঘোষণা করা হয়- তেলিয়াপাড়া হেডকোয়ার্টার, সিলেট।
- যুক্তরাজ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জন্য Steering Committee খোলে- বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন যে তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়- ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১।



- পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে শহীদ দার্শনিকের নাম- গোবিন্দ চন্দ্র দেব।

### মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পৃথিবীর বৃহৎ কয়েকটি দেশ যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন এবং প্রতিবেশি ভারত বিভিন্নভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। এসব দেশের মধ্যে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সরাসরি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছিল পাকিস্তানের পক্ষে।

### মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা

গণহত্যার হাত থেকে বাঁচতে পালিয়ে আসা প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারত আশ্রয় দেয় এবং তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়। ভারতের মাটিতে এপ্রিলের শেষ দিকে বাঙালি যুবকদের সশস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয় যা নভেম্বর পর্যন্ত চলে। পাশাপাশি কলকাতায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পরিচালনা ও ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’ নামে এই সরকারের বেতার কেন্দ্র স্থাপনে ভারত সহায়তা করে। ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ ভারতের বিমান ঘাটিতে পাকিস্তান বিমান হামলা চালালে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তেও পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ৬ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ইতোমধ্যে নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ কমান্ড গঠিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনা বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় যৌথ-কমান্ড।

### মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

সোভিয়েত ইউনিয়ন শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছিল। এপ্রিলের শুরুতেই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগার্নি বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে চিঠি দেন। ৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দেশটি বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘে ভেটো দেয়।

### মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকার সরকারি নীতি ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। প্রথমদিকে অস্ত্র এবং সমর্থন দিয়ে মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে সহায়তা করে। তবে নিজ দেশের বিরোধী দলের চাপে মার্কিন সরকার ভারতে অবস্থানরত বাঙালি শরণার্থীদেরও আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল। একাত্তরের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রচণ্ড ভারত বিরোধী ও পাকিস্তান ঘেষা নীতি অনুসরণ করতে থাকে। স্বভাবতই তাদের এ ভূমিকা বাংলাদেশের বিপক্ষে যায়। তবে মার্কিন আইনসভা কংগ্রেস ও সিনেটের অনেক সদস্য, বিভিন্ন সংবাদপত্র, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদসহ প্রায় সর্বস্তরের মার্কিন জনগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা

পালন করে। নিউইয়র্কে মার্কিন শিল্পী জর্জ হ্যারিসন ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ আয়োজন করে তা থেকে প্রাপ্ত অর্থ মুজিবনগর সরকারের কাছে তুলে দেন। ভারতের খ্যাতিমান শিল্পী রবি শঙ্করও মানুষকে উজ্জীবিত করেন।

### মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকা

অতীতে চীনসহ সোভিয়েত রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ পক্ষ নিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক শিবিরের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ নিয়েছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের মিলনে গঠিত হয়েছিল ধনতান্ত্রিক শিবির। পৃথিবী ব্যাপী আধিপত্যের লড়াইয়ে ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরোধ যখন স্পষ্ট তখন রাশিয়ার ক্রুশ্চেভ প্রশাসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ঘোষণা করলে একে কেন্দ্র করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীতে রাশিয়ার প্রভাব ঠেকানোর জন্য চীনও একই পথে পা বাড়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীন টেবিল টেনিস কূটনীতির মাধ্যমে একটি সম্পর্ক গড়ে নেয়। বাংলাদেশের মুক্তিরসংগ্রামের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকায় চীন পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। চীনের বিরোধিতা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও দু’তিন বছর অব্যাহত ছিল।

### তথ্য কণিকা

- মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বন্ধু রাষ্ট্র ছিল- ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- মুক্তিযুদ্ধ চালাকালীন চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ছিল- বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে।
- অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবস্থান ছিল- বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে।
- অস্ত্র, সেনা ও সমর্থন দিয়ে বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিল- ভারত।
- যৌথ বাহিনী গঠন হয়েছিল- মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সমন্বয়ে।
- যৌথ বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ছিলেন- জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।
- মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র যে নৌবহর প্রেরণ করেছিল- সপ্তম নৌবহর।
- জাতিসংঘের সদস্যপদ না পেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে যে রাষ্ট্র ভেটো দিয়েছিল- চীন।
- হ্যারিসন ও রবি শঙ্করের উদ্যোগে কনসার্ট ফর বাংলাদেশ হয়েছিল- নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে।
- সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিল- ভিয়েতনামের টংকিং উপসাগর থেকে।

- জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষে ভোট দিয়েছিল- সোভিয়েত ইউনিয়ন।

### মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ

দেশ/সংস্থা	পদ	পদকর্তা
জাতিসংঘ	মহাসচিব	উ থান্ট
ভারত	প্রেসিডেন্ট	বরাহগিরি ভেঙ্কট গিরি
	প্রধানমন্ত্রী	ইন্দিরা গান্ধী
	পররাষ্ট্রমন্ত্রী	রণ সিং
	জাতিসংঘ নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি	সমর সেন
	পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী	অজয় মুখোপাধ্যায়
সোভিয়েত ইউনিয়ন	প্রেসিডেন্ট	নিকোলাই পদগর্নি
	প্রধানমন্ত্রী	আলেক্সেই কোসিগিন
	পররাষ্ট্রমন্ত্রী	আন্দ্রেই গ্রোমিকো
যুক্তরাষ্ট্র	প্রেসিডেন্ট	রিচার্ড নিক্সন
	পররাষ্ট্রমন্ত্রী	উইলিয়াম পি রজার্স
	নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা	হেনরি কিসিঞ্জার
চীন	প্রেসিডেন্ট	দাং বিয়ু
	প্রধানমন্ত্রী	ঝু এনলাই

### অপারেশন জ্যাকপট

বাংলাদেশের নৌপথে সৈন্য ও অন্যান্য সমর সরঞ্জাম পরিবহনের ব্যবস্থা বানচাল করার লক্ষ্যে জাহাজ ও নৌযান ধ্বংস করাই ছিল অপারেশন জ্যাকপটের উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে ভারতীয় নৌবাহিনীর অধীনে ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। পর্যাপ্ত তথ্য, আবহাওয়ার পরিস্থিতি, জোয়ার ভাটার সময়, বাতাসের গতি-প্রকৃতি প্রভৃতি বিবেচনায় ১৫ আগস্ট রাতে চট্টগ্রাম বন্দরে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সময় বন্দরে সমরাস্ত্র ও গোলাবারুদ বোঝাই পাক বাহিনীর কয়েকটি জাহাজ নোঙর করা ছিল। স্বেচ্ছাসেবকদের ২০ জনের গ্রুপের তিনটি গ্রুপ প্রয়োজনীয় লিমপেট মাইন ও অন্যান্য সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে জাহাজের তলদেশে লাগিয়ে দেয়। রাত ১-৪৫ মিনিটে বিকট শব্দে মাইনগুলো বিস্ফোরিত হলে সবগুলো জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়। পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে এটি ছিল মুক্তিবাহিনীর প্রথম বড় ধরনের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ। এর ফলে পাক বাহিনীর মনোবলে চিড় ধরে এবং বাঙালির প্রতিরোধ আন্দোলন জোরদার হয়।

### বুদ্ধিজীবী হত্যা

মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি বুদ্ধিজীবী নিধন ইতিহাসের নৃশংসতম ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড। ১৪ ডিসেম্বর রাতে বাঙালি বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী,

আইনজীবী, শিল্পী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদগণ এই সুপরিকল্পিত নিধনযজ্ঞের শিকার হন।

### তথ্য কণিকা

- পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর নেতৃত্বে অন্যান্য দশ জনের একটি কমিটি কর্তৃক-বুদ্ধিজীবী নিধনের নীলনকশা প্রণীত হয়।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর গভর্নর হাউজে ফেলে যাওয়া রাও ফরমান আলীর ডায়েরীর পাতায় বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটি তালিকা পাওয়া যায়- যাদের অধিকাংশই ১৪ ডিসেম্বর নিহত হন।
- পাকবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজীর সার্বিক নির্দেশনায় নীলনকশা বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেন- কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা।
- শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে শোকাবহ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়- ১৪ ডিসেম্বর।
- ঢাক শহরের প্রধান প্রধান বধ্যভূমি ছিল- আলেকদি, কালাপানি, রাইনখোলা, মিরপুর বাংলা কলেজের পশ্চাঙ্গাণ, হরিরামপুর গোরস্তান, মিরপুরের শিয়ালবাড়ি, মোহাম্মদপুর থানার পূর্বপ্রান্ত ও রায়ের বাজার।
- প্রাপ্ত তথ্যসূত্র থেকে বুদ্ধিজীবী শহীদদের মোটামুটি যে সংখ্যা দাড়া করানো যায়, তা হলো: ৯৯১ জন শিক্ষাবিদ, ১৩ জন সাংবাদিক, ৪৯ জন চিকিৎসক, ৪২ জন আইনজীবী, ৯ জন সাহিত্যিক ও শিল্পী, ৫ জন প্রকৌশলী এবং অন্যান্য ২ জন।

### পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ায় মাধ্যমে খান পূর্বাধ্বলীয় কমান্ডার লে: জেনারেল নিয়াজীর নিকট পত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ এবং আত্মসমর্পণের প্রস্ততি গ্রহণের নির্দেশ দেন। তদানুযায়ী ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) জেনারেল নিয়াজী যৌথ কমান্ডের ইস্টার্ন প্রধান লে: জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা নিকট আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার। বিকেল ৪টা ১৩ মিনিটে অনুষ্ঠিত আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পাক বাহিনীর ৯৩০০০ সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। এর মধ্যে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।



তথ্য কণিকা

- ভারত বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী গঠিত হয়- ২১ নভেম্বর ১৯৭১।
- ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন- জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।
- পাকিস্তানি পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন- জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী।
- প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা- যশোর, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- বাংলাদেশ পাক হানাদার মুক্ত হয়- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে- ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য।
- বেসরকারি পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ দিবস পালিত হয়- ১ ডিসেম্বর।
- নিয়াজী যে দূতাবাসের সাথে আত্মসমর্পণের জন্য আলোচনা করে- মার্কিন দূতাবাস।
- যৌথবাহিনীর আক্রমণে পাকিস্তানের সবকটি বিমান ধ্বংস হয়ে যায়- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- যে পাক সেনানায়ক প্রথম আত্মসমর্পণ করেন- মেজর জেনারেল জামশেদ।
- বাংলাদেশে প্রথম রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বঙ্গভবনে আসেন- ইন্দিরা গান্ধী (ভারত)।
- স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানে বন্দি স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক শেখ মুজিবুর রহমান ইংল্যান্ড ও ভারত হয়ে দেশে ফিরে আসেন- ১০ জানুয়ারী, ১৯৭২।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি

মহাদেশ	দেশ	তারিখ
এশিয়া	ভুটান	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
	ভারত	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
	ইন্দোনেশিয়া	২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	ইরাক	২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
ইউরোপ	পাকিস্তান	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪
	পূর্ব জার্মানি	১১ জানুয়ারি, ১৯৭২
	পোল্যান্ড	১২ জানুয়ারি, ১৯৭২
	নরওয়ে	৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
আফ্রিকা	ইতালি ফ্রান্স	১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	সেনেগাল	১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	মরিশাস	২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	গাম্বিয়া	২ মার্চ, ১৯৭২
উত্তর আমেরিকা	গ্যাবন আলজেরিয়া	৬ এপ্রিল, ১৯৭২
	বার্বাডোস	২০ জানুয়ারি, ১৯৭২
	কানাডা	১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৪ এপ্রিল, ১৯৭২
দক্ষিণ আমেরিকা	মেক্সিকো	১০ মে, ১৯৭২
	ভেনেজুয়েলা	২ মে, ১৯৭২
	মেক্সিকো	১১ মে, ১৯৭২
	ব্রাজিল	১৫ মে, ১৯৭২

আর্জেন্টিনা

২৫ মে, ১৯৭২

তথ্য কণিকা

- প্রথম দেশ হিসেবে ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে-৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- দ্বিতীয় দেশ হিসেবে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪।
- ইরাক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে- ৮ জুলাই, ১৯৭২।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম আমেরিকান দেশ- বার্বাডোস।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ- পোল্যান্ড।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম এশীয় মুসলিম দেশ- ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২)।
- সেনেগাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে- ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ- পূর্ব পোল্যান্ড
- চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়- ২১ আগস্ট, ১৯৭৫।

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

- জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদানকারী রাষ্ট্র- চীন।
- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম বাংলাদেশি সভাপতি- হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী, ১৯৮৬ সালে, ৪১তম অধিবেশনে।
- জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রথম বাংলাদেশ সভাপতি- আনোয়ারুল করিম চৌধুরী, ২০০১ সালের জুন মাসের জন্য।
- বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদ (স্বস্তি পরিষদ) এর অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে- ২বার। যথা- ক) ১৯৭৯-১৯৮০ সালে খ) ২০০০-২০০১ সালে।
- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলা ভাষা ভাষণ দেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, ২৯তম অধিবেশনে।
- জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশের অবস্থান- ৪র্থ (২৯ মে, ২০১৭)।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রথম অংশগ্রহণ করে- ১৯৮৮ সালে, UNIMOG-এ।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পুলিশ কর্মরত রয়েছে- বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর।
- বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সর্বপ্রথম শান্তিমিশনে অংশগ্রহণ করে- ১৯৮৯ সালে নামবিয়ার শান্তিমিশন UNTAG-তে।

- বাংলাদেশের প্রথম নারী হিসেবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নেতৃত্বে দেন- এস.পি মিলি বিশ্বাস।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫ জন সদস্য বিমান দুর্ঘটনায় শহীদ হন- বেনিন, ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭৪ সালে।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য- ১৩৬তম।

#### বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য পদ লাভ

বাংলাদেশ কর্তৃক বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য পদ লাভের তারিখ নিম্নরূপ-

- কমনওয়েলথ (Commonwealth)- ১৮ এপ্রিল, ১৯৭২
- জাতিসংঘ (UN) এর স্থায়ী পর্যবেক্ষক- ১৭ অক্টোবর, ১৯৭২
- জাতিসংঘে (UN) এর পূর্ণ সদস্যপদ- ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪
- আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF)- ১৭ জুন, ১৯৭২
- পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD)- ১৭ আগস্ট, ১৯৭২
- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (IDA)- ১৭ আগস্ট, ১৯৭২
- আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (IFC)- ১৮ জুন, ১৯৭৬
- পুঁজি বিনিয়োগজনিত বিরোধ নিষ্পত্তির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (ICSID)- ২৬ এপ্রিল, ১৯৮০
- বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ গ্যারান্টি সংস্থা (MIGA)- ১২ এপ্রিল, ১৯৮৮।
- জাতিসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO)- ২৭ অক্টোবর, ১৯৭২।
- জাতিসংঘের উন্নয়ন ও বাণিজ্য কর্মসূচি (UNCTAD)- ২০ মে ১৯৭২।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)- ১ জানুয়ারী, ১৯৯৫।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)- ১৭ মে, ১৯৭২।
- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (OIL)- ২২ জুন, ১৯৭২।
- খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)- ১২ নভেম্বর, ১৯৭৩।
- আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA)- ১৯৭২।
- এসকাপ (ESCAP)- ১৭ এপ্রিল, ১৯৭৩।
- অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা (ECO)- ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।
- ২ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)- ১৯৭২।
- ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)- ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪।
- ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB)- ১৯৭৪।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)- ১৯৭৩।
- আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা (Interpol)- ১৪ অক্টোবর, ১৯৭৬।
- রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট- ৩১ মার্চ, ১৯৭৩।
- আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (ARF)- ২৮ জুলাই, ২০০৬।
- বিশ্ব ডাক সংস্থা- ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)- ১৭ জুলাই, ১৯৯৮।
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) এর সহযোগী সদস্য- ২৬ জুলাই, ১৯৭৭।

- আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) এর পূর্ণ সদস্য- ২৬ জুন, ২০০০।
- ফিফা (FIFA)- ১৯৭৪।
- আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC)- ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০।

#### বাংলাদেশ বিভিন্ন সংস্থায় যত তম সদস্য

- পূর্ণনগঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD)- ১৮৮তম।
- জাতিসংঘ (UN)- ১৩৬তম।
- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (IDA)- ১০৯তম।
- আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (IFC)- ১০৫তম।
- কমনওয়েলথ (Commonwealth)- ৩২তম।
- ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)- ৩২তম।
- আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (ARF)- ২৬তম।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত- ১১১তম।

#### বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন

- সার্কভুক্ত সকল দেশের দূতাবাস বাংলাদেশে রয়েছে।
- বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন আছে- নিউইয়র্ক ও জেনেভায় জাতিসংঘের সদরদপ্তরে।
- বাংলাদেশের সাথে দেশের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই- ইসরাইলের।
- বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই- তাইওয়ানের।
- টুয়েসডে গ্রুপ- বাংলাদেশে নিযুক্ত ১৪টি দাতা দেশের রাষ্ট্রদূত/হাই কমিশনারদের সংগঠন। প্রতি মঙ্গলবার এ গ্রুপটি বৈঠক করে বলে একটি 'টুয়েসডে গ্রুপ' নামে পরিচিত।

#### মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বীরত্বসূচক খেতাব

১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সরকারি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের খেতাব প্রদান করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের খেতাব ৪ পর্বে বিভক্ত।

খেতাব	সংখ্যা
বীরশ্রেষ্ঠ	৭ জন
বীরউত্তম	৬৮ জন

বীরবিক্রম	১৭৫ জন
বীরপ্রতীক	৪২৬ জন
মোট খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা	৬৭৬ জন

### তথ্য কণিকা

- মুক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত মোট সদস্য- ৬৭৬ জন ।
- প্রথম বীরউত্তম খেতাবপ্রাপ্ত- লে. কর্নেল আবদুর রব (চিফ অব স্টাফ) ।
- প্রথম বীরবিক্রম খেতাবপ্রাপ্ত- মেজর খন্দকার নাজমুল হুদা ।
- প্রথম বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত- মোহাম্মদ আবদুল মতিন ।
- প্রথম নারী বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত- ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগম ।
- খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র ইপজাতীয়/সুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মুক্তিযোদ্ধা- উ ক্যা চিং মারমা ।
- বিদেশি বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত- ডব্লিউ এ এস ওরিল্যান্ড (নেদারল্যান্ডে জন্মগ্ৰস্থহণকারী অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক) ।

### বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি

ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ	জন্ম	১৯৪৩ সালে ফরিদপুর জেলায়
	কর্মস্থল	ই.পি. আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)
	পদবী	ল্যান্স নায়েক
	সেক্টর	১নং
	মৃত্যু	৮ এপ্রিল, ১৯৭১
	সমাধি	রাঙামাটি জেলার নানিয়ার চরে
সিপাহী মোস্তাফা কামাল	জন্ম	১৯৪৭ সালে ভোলা জেলায়
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবী	সিপাহী
	সেক্টর	২নং
	মৃত্যু	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান	সমাধি	ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার দরুইন গ্রামে
	জন্ম	১৯৪১ খ্রি. ঢাকায়; পৈত্রিক নিবাস রায়পুরা, নরসিংদী
	কর্মস্থল	বিমানবাহিনী
	পদবী	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
	সেক্টর	মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর এশটি টি-৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান (ছদ্ম নাম 'ব্লু-বার্ড-১৬৬') ছিনতাই করে নিয়ে দেশে ফেরার পথে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।
	মৃত্যু	২০ আগস্ট, ১৯৭১
	সমাধি	পাকিস্তানের করাচির মৌরিপুর মাশরুর ঘাটিতে তাঁর সমাধিস্থল ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং জুন,

ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ	চলচ্চিত্র	২০০৬ পূর্ণ মর্যাদায় মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় দাফন করা হয়।
	জন্ম	১৯৩৬ সালে নড়াইল জেলায়
	কর্মস্থল	ই.পি.আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)
	পদবী	ল্যান্স নায়েক
	সেক্টর	৮নং
	মৃত্যু	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
সিপাহী হামিদুর রহমান	সমাধি	যশোরের শার্শা উপজেলার কাশিপুর গ্রামে।
	জন্ম	১৯৫৩ সালে বিনাইদহের খন্দখালিশপুর
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবী	সিপাহী
	সেক্টর	৪নং
	মৃত্যু	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১
স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমিন	সমাধি	ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যেও আমবস্যার হাতিমেরছড়া গ্রামে সমাধি ছিল। তাঁর দেহাবশেষ ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং ১১ ডিসেম্বর, ২০০৭ ঢাকার মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবর স্থানে পুনরায় সমাহিত করা হয়।
	জন্ম	১৯৩৫ সালে নোয়াখালী জেলায়
	কর্মস্থল	নৌবাহিনী
	পদবী	ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশার
	সেক্টর	২ নং
	মৃত্যু	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ্রি.
ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর	সমাধি	খুলনার রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামে রূপসা নদীর তীরে/বঙ্গোপসাগরে সলিল সমাধি
	জন্ম	১৯৪৯ সালে বরিশাল জেলায়
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবী	ক্যাপ্টেন
	সেক্টর	৭নং
	মৃত্যু	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১
	সমাধি	বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সবশেষে শহীদ হন।
	সমাধি	চাঁপাই নবাবগঞ্জের ছোট সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে।

### বীরশ্রেষ্ঠদের নামে গ্রাম ও ইউনিয়ন

২০০৭ সালে বীরশ্রেষ্ঠদের নামকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে বীরশ্রেষ্ঠদের নিজ গ্রাম ও ইউনিয়নের নাম তাদের নামে করা হয়।

বীরশ্রেষ্ঠ	পূর্বনাম	বর্তমান নাম	উপজেলা ও জেলা
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান	রামনগর	মতিউর নগর	রায়পুরা, নরসিংদী
সিপাহী মোহাম্মদ হামিদুর রহমান	খোর্দ খালিশপুর	হামিদ নগর	মহেশপুর, বিনাইদহ

সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তাফা কামাল	মৌটুপী	মোস্তাফা কামাল নগর	আলীনগর, ভোলা
ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার রুহুল আমিন	বাগপাঁচড়া	রুহুল আমিন নগর	সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী
ল্যাপ নায়েক মুন্সি আবদুর রউফ	সালামতপুর	রউফ নগর	মধুখালী, ফরিদপুর
ল্যাপ নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ	মহিষখোলা	নূর মোহাম্মদ নগর	সদর, নাড়াইল

বি.দ্র. : বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের গ্রামের নাম তার দাদার নামে, তার ইউনিয়ন আগরপুর বদলে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন করা হয়েছে।

### তথ্য কণিকা

- দুজন মহিলা বীরপ্রতীক হলেন- তারামন বিবি ও ডা. সেতারা বেগম।
- মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র বিদেশি বীরপ্রতীক- নেদারল্যান্ড জন্মগ্রহণকারী অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক ডব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ড (১ মে, ২০০১ মৃত্যুবরণ করেন)।
- সর্বকনিষ্ঠ খেতাবধারী মুক্তিযোদ্ধা- শহীদুল ইসলাম বীর প্রতীক (মুক্তিযুদ্ধকালে বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর; ২৫ মে, ২০০৯ মৃত্যুবরণ করেন)।
- ডা. সেতারা বেগম সেনাবাহিনীতে যে পদে ছিলেন- ক্যাপ্টেন।
- তারামন বিবি যে সেক্টরে যুদ্ধ করেন- ১১নং।
- তারামন বিবিকে সরকার যে বাড়ি দান করে তা অবস্থিত- কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর উপজেলায়।
- দেশের একমাত্র পাহাড়ি আদিবাসি বীর বিক্রম- ইউ কে চিং, মারমা (মৃত্যু ২০১৫)।

### মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য ও চলচ্চিত্র

নাম	পরিচালক	সন
হলিয়া	তানভীর মোকাম্মেল	১৯৮৪
আগামী	মোরশেদুল ইসলাম	১৯৮৪
স্মৃতি ৭১	তানভীর মোকাম্মেল	
একাত্তরের যীশু	নাসিরুদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু	১৯৯৪

### মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র

নাম	পরিচালক	সন
স্টপ জেনোসাইড	জহির রায়হান	১৯৭১
এ স্টেট ইজ বর্ন	জহির রায়হান	১৯৭২

ডেটলাইন বাংলাদেশ	ব্রেন টাগ	১৯৭১
দ্যা লিবারেশন ফাইটার্স	আলমগীর কবির	১৯৭১
স্মৃতি একাত্তর	তানভীর মোকাম্মেল	১৯৭১
মুক্তির গান	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ	
মুক্তির কথা	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ	১৯৯৯
জয়যাত্রা	তৌকির আহমেদ	২০০৪

**মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র**

নাম	পরিচালক	সন
ওরা এগারজন	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৭২
সংগ্রাম	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৭৪
রক্তাক্ত বাংলা	মমতাজ আলী	১৯৭২
বাঘা বাঙালি	আনন্দ	১৯৭২
অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী	সুভাষ দত্ত	১৯৭২
জয়বাংলা	ফখরুল আলম	১৯৭২
আমার জন্মভূমি	আলমগীর কুমকুম	১৯৭৩
ধীরে বহে মেঘনা	আমগীর কবির	১৯৭৩
আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান	১৯৭৩
আলোর মিছিল	নারায়ণ ঘোষ মিতা	১৯৭৪
মেঘের অনেক রঙ	হারুনুর রশিদ	১৯৭৬
নদীর নাম মধুমতি	তানভীর মোকাম্মেল	১৯৭৯
কলমিলতা	শহীদুল হক খান	১৯৮১
আগুনের পরশমনি	হুমায়ূন আহমেদ	১৯৯৪
হাঙ্গর নদী গ্লেড	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৯৭
মাটির ময়না	তারেক মাসুদ	২০০২
শ্যামল ছায়া	হুমায়ূন আহমেদ	২০০৪
জয়যাত্রা	তৌকির আহমেদ	২০০৪
আমার বন্ধু রাশেদ	মোরশেদুল ইসলাম	২০১১
গেরিলা	নাসিরউদ্দিন ইউসুফ	২০১১

**মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ ও লেখকের নাম**

নাম	লেখকের নাম
অবরুদ্ধ নয় মাস	আতাউর রহমান খান
অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা	মেজর এম এ জলিল
আমি বীরঙ্গনা বলছি	নীলামা ইব্রাহিম
আমরা বাংলাদেশী না বাঙালি	আব্দুল গাফফার চৌধুরী
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম
বিদায় দে মা ঘুরে আসি	জাহানারা ইমাম
একাত্তরের নিশান ফেরারী সূর্য	রাবেয়া খাতুন
যাপিত জীবন	সেলিনা হোসেন

একাত্তরের যীশু	শাহরিয়ার কবির
একাত্তরের চিঠি (পত্রসংকলন)	গ্রামীণফোন ও প্রথম আলো
দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ	অ্যাড্‌ভান্স মাসকারেনহাস
লিগাসি অব ব্লাড	অ্যাড্‌ভান্স মাসকারেনহাস
একাত্তরের বিজয় গাঁথা	মেজর রফিকুল ইসলাম
মা	আনিসুল হক
এ গোল্ডেন এজ	তাহমিমা আনাম
সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড	অ্যালেন গিন্সবার্গ

**মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস**

গ্রন্থ	লেখক
বিধ্বস্ত রোদে ঢেউ	সরদার জয়েনউদ্দিন
মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র	আমজাদ হোসেন
রাইফেল রোটি আওরাত	আনোয়ার পাশা
আগুনের পরশমনি	হুমায়ূন আহমেদ
শ্যামল ছায়া	হুমায়ূন আহমেদ
উপমহাদেশ	আল মাহমুদ
জলাংগী	শওকত ওসমান
জন্ম যদি তবে বঙ্গে (গল্প)	শওকত ওসমান
নেকড়ে অরণ্য	শওকত ওসমান
দুই সৈনিক	শওকত ওসমান
খাঁচায়	রশীদ হায়দার
দেয়াল	আবু জাফর শামসুদ্দিন
নিষিদ্ধ লোভান, নীল দংশন	সৈয়দ শামসুল হক

**মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান**

গান	গীতিকার	সুরকার
এক নদী রক্ত পেরিয়ে..	খান আতাউর রহমান	খান আতাউর রহমান
এক সার রক্তের বিনিময়ে	গোবিন্দ হালদার	গোবিন্দ হালদার
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহামুদ
সালাম সালাম হাজার	ফজলে খোদা	আবদুল জব্বার



সালাম		
একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়	গাজী মায়হারুল আনোয়ার	আনোয়ার পারভেজ
এ পদ্মা এই মেঘনা এই যমুনা সুরমা নদী তটে	আবু জাফর	আবু জাফর
একতারা তুই দেশের কথা বললে এবার বল	গাজী মায়হারুল আনোয়ার	সত্য সাহা
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে	গোবিন্দ হালদার	গোবিন্দ হালদার
পদ্মা মেঘনা যমুনা	গোবিন্দ হালদার	সমর দাস
সবকটি জানালা খুলে দাও না	নজরুল ইসলাম বাবু	নজরুল ইসলাম বাবু
দুর্গম গিরি কান্তার	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম
জনতার সংগ্রাম চলবেই	সিকান্দার আবু জাফর	শেখ লুৎফর রহমান
সোনায়ে মোড়ানো বাংলা	মকসুদ আলী খান (সাঁই)	মকসুদ আলী খান (সাঁই)
ভয় কি মরণে	মুকুন্দ দাস	মুকুন্দ দাস
বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সমর দাস

**মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য**

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য	স্থান	স্থপতি
জাতীয় স্মৃতিসৌধ	সাভার	সৈয়দ মঈনুল

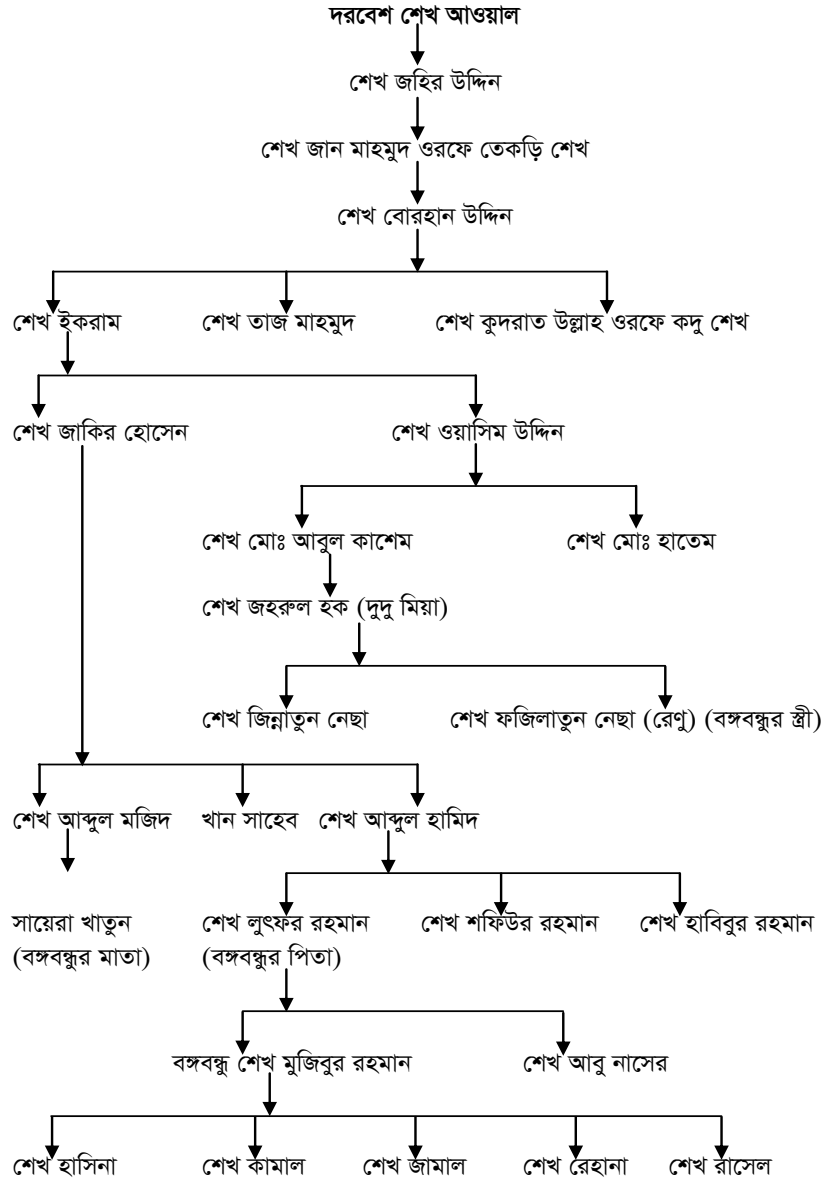
**জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

**পরিচিতি :** জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (মার্চ ১৭, ১৯২০- আগস্ট ১৫, ১৯৭৫) পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশের জাতির জনক। শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন ভারত উপমহাদেশের বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতা সায়েরা খাতুন। চার কন্যা এবং দুই পুত্রের সংসারে তিনি তৃতীয় সন্তান। তাঁর বড় বোন ফাতেমা বেগম, মেজ বোন আছিয়া বেগম, সেজ বোন হেলেন ও ছোট বোন লাইলী; তার ছোট ভাইয়ের নাম শেখ আবু নাসের। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং পরবর্তীতে এদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। জনসাধারণের কাছে তিনি ‘শেখ মুজিব’ এবং ‘শেখ সাহেব’ হিসেবে বেশি পরিচিত ছিলেন; তাঁর উপাধি ‘বঙ্গবন্ধু’, বাল্যকালের ডাক নাম ‘খোকা’। এলাকার মানুষ ডাকতো ‘মিয়া ভাই’ বলে। তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের বর্তমান সভানেত্রী এবং বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী।

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বংশ পরিচয়**

হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (রঃ) সঙ্গে দরবেশ শেখ আওয়াল ১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ হতে ইসলাম প্রচারের জন্য বঙ্গীয় এলাকায় আগমন করেন।

		হোসেন
জাহত চৌরঙ্গী	গাজীপুর চৌরাস্তা	আবদুর রাজ্জাক
বিজয়োল্লাস	আনোয়ার পাশা ভনব	শামীম শিকদার
বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ	মিরপুর, ঢাকা	মোস্তফা হারুন কুদ্দুস
স্বাধীনতা	বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা	হামিদুজ্জামান খান
মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ	মেহেরপুর	তানভীর কবীর
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	টিএসসি সড়ক	শামীম শিকদার
অপরাজেয় বাংলা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ
সংশ্লিষ্টক	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	হামিদুজ্জামান খান
মুক্ত বাংলা	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	রশিদ আহমেদ
সাবাস বাংলাদেশ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	নিতুন কুন্ডু
চেতনা-৭১	পুলিশ লাইন, কুষ্টিয়া	মোহাম্মদ ইউসুফ
রক্তসোপান	রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস, গাজীপুর	
বিজয়'৭১	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	খন্দকার বদরুল ইসলাম



**শিক্ষা জীবন :** শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সাত বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। তিনি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ নয় বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হয়ে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে গোপালগঞ্জ মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হলেও ১৯৩৪ থেকে চার বছর চোখে জটিল রোগের কারণে সার্জারি করায় বিদ্যালয়ের পাঠ বন্ধ রাখতে হয়। গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে এনট্র্যান্স পাশ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত তৎকালীন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে আইন পড়ার জন্য ভর্তি হন।

♦ ১৯৩৪ সালে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় তার বেরিবারি রোগ হয়, এসময় প্রায় ২ বছর চিকিৎসা চলে, কলকাতায় তার চিকিৎসা করেন- ডা. শিবপদ ভট্টাচার্য ও এ কে রায় চৌধুরী।

♦ ১৯৩৬ সালে তার চোখে গ্লুকোমা নামক রোগ হয়, কলকাতায় তার রোগের চিকিৎসা করেন- ডা. টি আহমেদ।

**সংসার জীবন:** ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে আঠারো বছর বয়সে তিনি ফজিলাতুন্নেসার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন বলে তথ্য পাওয়া গেলেও অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে বিয়ের সময় তার বয়স ১২/১৩। এই দম্পতির ঘরে দুই কন্যা এবং তিন পুত্রের জন্ম হয়। কন্যা দুয় হলেন শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা। পুত্রদের নাম- শেখ কামাল, শেখ জামাল এবং শেখ রাসেল। তিনজনই ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

**প্রথম কারাবরণ :** ১৯৩৮ সালে সহপাঠী আব্দুল মালেককে হিন্দু মহাসভা সভাপতি সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে আটকে রেখে মারধরের খবর পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধুর নিয়ে মারপিট করে তাকে ছাড়িয়ে আনেন। এ

মারামারিতে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে রমাপদ দত্ত আহত হলে তারা থানায় খবর দেয় এবং মামলা করে। তখন অনেকের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ৭ দিন কারাভোগের পরে তিনি জামিনে মুক্তি পান। এটাই তার জীবনের প্রথম কারাবরণ। পরে ১৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে উক্ত বিরোধের মীমাংসা করা হয়।

**রাজনৈতিক জীবন :** ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। উক্ত বছরে স্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং পরবর্তীতে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। বঙ্গবন্ধু স্কুলের ছাদ সংস্কারের দাবিতে একটি দল নিয়ে তাদের কাছে যান। এসময়েই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে তার পরিচয় ও সখ্য গড়ে ওঠে।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালীন সময়ে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন। ঐ বছরেই তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রীগের সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কলকাতায় বসবাসকারী ফরিদপুর বাসীদের নিয়ে তৈরি ‘ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের’ সেক্রেটারি মনোনীত হন। তার দুই বছর পর ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিব নির্বাচিত হন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। ভারত ও পাকিস্তান পৃথক হওয়ার সময়ে কলকাতায় ভয়ানক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়। এসময় বঙ্গবন্ধু মুসলিমদের রক্ষা এবং দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সোহরাওয়ার্দীর সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতায় শরিক হন।

পাকিস্তান-ভারত পৃথক হয়ে যাওয়ার পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে অংশ নেয়ার মাধ্যমেই শেখ মুজিবের রাজনৈতিক তৎপরতার সূচনা ঘটে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন গণ-পরিষদের অধিবেশনে বলেন, “উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা”। তার এই মন্তব্যে সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদী শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগের এই পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নীতিমালা নিয়ে আলোচনায় শেখ মুজিব একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এখান থেকেই ‘সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ’ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই পরিষদের আহ্বানে ১১ মার্চ, ১৯৪৮ ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট

পালনকালে শেখ মুজিবসহ আরও কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীরকে সচিবালয় ভবনের সামনে থেকে হেফতারা করা হয়। কিন্তু ছাত্রসমাজের তীব্র প্রতিবাদের মুখে ১৫ মার্চ শেখ মুজিব এবং অন্য ছাত্র নেতাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়, সেখানে শেখ মুজিব সভাপতিত্ব করেন। পুলিশ এই র্যালি অবরোধ করলে প্রতিবাদে শেখ মুজিব ১৭ মার্চ, ১৯৪৮ দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের ঘোষণা দেন। ১৯ মার্চ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। এতে ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ তাকে আবার আটক করা হয় এবং ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০১২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার হত ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেয়।

২৩ জুন, ১৯৪৯ সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্তান অংশের যুগ্ম সচিব নির্বাচিত হন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে দুর্ভিক্ষবিরোধী মিছিলের নেতৃত্ব দেয়ায় আটক হন এবং দুই বছর জেল হয়।

**ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা :** ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দিন “উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা” ঘোষণা করলে জেলে থাকা সত্ত্বেও মুজিব প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আয়োজনে ভূমিকা রাখেন। জেল থেকে নির্দেশনা দেয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পরিচালনায় ভূমিকা রাখেন। এরপরই ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রভাষার দাবি আদায়ের দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সময়ে বঙ্গবন্ধু জেলে বসেই ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে টাকা ১৩ দিন অনশন করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি তাকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

**যুক্তফ্রন্ট নির্বাচিত :** ৯ জুলাই, ১৯৫৩ শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের সেক্রেটারি জেনারেল (মহাসচিব) নির্বাচিত হন। একই বছরের ১৪ নভেম্বর সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অন্যান্য দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টিতে বিপুল ব্যবধানে বিজয় অর্জন করে, যার ১৪৩টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করে। শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ আসনে ১৩,০০০ ভোটের ব্যবধানে বিজয় লাভ করেন। সেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল শক্তিশালী মুসলিম লীগ নেতা ওয়াহিদুজ্জামান।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে তাকে কৃষি ও বন মন্ত্রীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন তিনি আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৭ জুন পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগ আয়োজিত সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অন্তর্ভুক্ত করে ২১ দফা দাবি পেশ করা হয়।

**‘আওয়ামী মুসলিম লীগ’ থেকে ‘আওয়ামী লীগ’ :** ২১ অক্টোবর, ১৯৫৫ বাংলাদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে দলের নাম থেকে ‘মুসলিম’ শব্দটি বাদ দেয়া হয়। শেখ মুজিব পুনরায় দলের মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ শেখ মুজিব কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতিরোধ এবং গ্রামীণ

সহায়তা মন্ত্রী হন। কিন্তু দলের জন্য সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করার তাগিদে ৩০ মে, ১৯৫৭ মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন।

**পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান নেতা:** ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান নেতায় পরিণত হন।

**ছয় দফা দাবি পেশ:** ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিব বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন। দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ রূপরেখা উল্লেখ ছিল। শেখ মুজিব এই দাবিকে আমাদের বাঁচার দাবি শিরোনামে প্রচার করেছিলেন।

**আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা :** ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান করে ‘রাষ্ট্রদ্রোহিতা বনাব শেখ মুজিব ও অন্যান্য’ শিরোনামে মামলা দায়ের করে। ইতিহাসে এ মামলাটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে অভিযুক্ত আসামীদের বিচারকার্য শুরু হলে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এগার দফা দাবি পেশ করে, যার মধ্যে ছয় দফার সবগুলো দফাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে দেশব্যাপী গণআন্দোলনের (উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান) ফলে তৎকালীন সরকার মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলকে মুক্তি দেয়া হয়।

**বাংলাদেশ নামকরণ :** ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান ‘বাংলাদেশ’ নামকরণ করেন। তিনি বলেন— “একটা সময় ছিল যখন এই মাটির আর মানচিত্র থেকে ‘বাংলা’ শব্দটি মুছে ফেলার সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। ‘বাংলা’ শব্দটির অস্তিত্ব শুধু বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না। আমি পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আজ ঘোষণা করছি যে, এখন থেকে এই দেশকে ‘পূর্ব পাকিস্তানের’ বদলে ‘বাংলাদেশ’ ডাকা হবে”।

**‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি প্রদান :** ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান), এক বিশাল গণ-সংবর্ধনায় শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ঘোষণা করেন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ।

**১৯৭০ এর নির্বাচন :** ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ থেকে ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭০ এর মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে তফসিল ঘোষণা করা হয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে দেশব্যাপী এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ৬ দফা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে রায় প্রদান করে। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে জয়লাভ করে। বাকি দুটি আসনে নির্বাচিত হন পিডিপির নুরুল আমিন এবং নির্দলীয় ত্রিদিব রায়। প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮ আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

**‘জাতির জনক’ উপাধি প্রদান :** ৩ মার্চ, ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু ‘জাতির জনক’ বলে আখ্যা দেন আ.স.ম আব্দুর রব।

**স্বাধীনতার ডাক :** রাজনৈতিক অস্থিীলতার মধ্যে ইয়াহিয়া খান সংসদ ডাকতে দেরি করছিলেন। বাঙালিরা এতে বুঝে ফেলে যে, শেখ মুজিবুর রহমানের দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সরকার গঠন করতে দেয়া হবে না। ৭ মার্চ, ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় শেখ মুজিব স্বাধীনতার ডাক দেন এবং জনগণকে সর্বাঙ্গিক অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেন। তিনি ঘোষণা করেন— “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।”

**লেখালেখি ও অন্যান্য বিষয় :** ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন সাপ্তাহিক ‘Newsweek’ এর সাংবাদিক লোবেন জেক্সিস তাঁর প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি (Poet of politics) বলে আখ্যায়িত করেন। বিশ্ব শান্তি পরিষদ ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুকে ‘জুলিও কুরি শান্তি পদক’ এ ভূষিত করে। ১৯৭৩ সালের ২৩ মে বঙ্গবন্ধু পদকটি গ্রহণ করেন।

১৯৯৭ সালে ঢাকার ধানমন্ডির ৩২নং রোডে অবস্থিত শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িটি জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়। ২০০৪ সালে বিবিসির শ্রোতা জরিপে বঙ্গবন্ধু ‘হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি’ নির্বাচিত হন। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ২১ জুন, ২০০৯ বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে রায় দেয়।

**লেখালেখি:** ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ (The Unfinished Memoirs) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। জুন, ২০১২ এটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ইংরেজি, জাপানি, চীনা, আরবি, ফরাসি এবং সর্বশেষে অসমীয়া ভাষায় সহ ১০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এর ইংরেজি অনুবাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম। বঙ্গবন্ধুর লেখা দ্বিতীয় বই ‘কারাগারের রোজনামা’। ১৭ মার্চ, ২০১৭ বাংলা একাডেমি বইটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে। ‘কারাগারের রোজনামা’ নামটির প্রস্তাবক শেখ রেহানা। ড. ফকরুল আলম এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধুর সময়কালের (১৯৬৬-১৯৬৮) কারাস্মৃতি তুলে ধরা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ওপর লিখিত বঙ্গবন্ধুর অমর গ্রন্থ ‘আমার কিছু কথা’।

### তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম— জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান।
- ‘মুজিব’ অর্থ— উত্তরদাতা।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক— জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালীন বেকার হোস্টেলের ২৩ ও ২৪নং কক্ষে থাকতেন।
- ২৩নং কক্ষটিকে— গ্রন্থাগার এবং ২৪নং কক্ষটিকে— মিউজিয়ামে রূপান্তর করা হয়েছে।



- রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ১১ মার্চ, ১৯৪৮ ধর্মঘট পালনকালে তিনি গ্রেফতার হন, কিন্তু ছাত্রসমাজের তীব্র প্রতিবাদের মুখে ১৫ মার্চ তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়।
- বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন- আইন বিভাগের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার রয়েছে- ইতিহাস বিভাগে।
- ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর হৃত ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেয়।
- ২৩ জুন, ১৯৪৯ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্তান অংশের যুগ্ম সচিব নির্বাচিত হন।
- পাকিস্তানি শাসকবৃন্দ শেখ মুজিবকে- ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারি মুক্তি দেয়, তিনি- ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ বাংলাদেশে ফিরে আসেন।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীগ্রন্থ- ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’, প্রকাশকাল- ২০১২, প্রকাশ করেছে ‘দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড’। ইংরেজিতে ‘The Unfinished Memoirs’ নামে অনূদিত।
- শান্তিতে অবদানের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান পেয়েছিলেন- জুলি ও কুরি পদক।

#### মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য বিষয়াবলি

- মুক্তিযুদ্ধকালীন নিজস্ব ডাকটিকিট প্রবর্তন করা হয়- ২৯ জুলাই, ১৯৭১।
- প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশ করে- মুজিবনগর সরকার।
- বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিট-এর ডিজাইনার ছিলেন- বিমান মল্লিক।
- ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার যে কয় প্রকার ডাকটিকিট প্রকাশ করে- ৮ প্রকার। যথা: ১০ পয়সা, ২০ পয়সা, ৫০ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা ও ১০ টাক মূল্যের।
- বাংলাদেশের প্রথম ৮টি ডাকটিকিট একযোগে প্রকাশিত হয়- মুজিবনগর, কলকাতা ও লন্ডন।
- স্বাধীনতার পর প্রথম স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়- ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।
- স্বাধীনতার পর প্রথম স্মারক ডাকটিকিটের ডিজাইনার ছিলেন- বিপি চিতনিশ।
- স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম স্মারক ডাকটিকিটের মূল্য ছিল- ২০ পয়সা।
- স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম স্মারক ডাকটিকিটে ছবি ছিল- কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের।
- ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা দিবস প্রকাশিত ডাকটিকিটের প্রতীক ছিল- সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে আগুনের ফুলকি।
- ১৯৭২ সালের স্বাধীনতা দিবসের ডাকটিকিটের ডিজাইনার ছিলেন- নিতুন কুণ্ডু।

- ১৯৭২ সালের বিজয় দিবসে যে কয় ধরনের ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়- ৩ ধরনের (৭৫ পয়সা ৬০ পয়সা ও ২০ পয়সা)।
- ১৯৭২ সালের বিজয় দিবসের ডাকটিকিটের ডিজাইনার ছিলেন- কে জি মোস্তফা।

#### কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

- কনসার্ট ফর বাংলাদেশ অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট নিউইয়র্ক সিটির ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন।
- কনসার্ট পর বাংলাদেশ যার তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়- জর্জ হ্যারিসন।
- কনসার্ট ফর বাংলাদেশ-এর প্রযোজনা করেন- জর্জ হ্যারিসন ও অ্যানেল ক্লেইন।
- কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এর উদ্যোক্তা ছিলেন- জর্জ হ্যারিসন ও পণ্ডিত রবি শঙ্কর।

#### মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়

- মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়- ২০০১ সালের ২৩ অক্টোবর।
- মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইংরেজি নাম- Ministry of Liberation War Affairs.
- মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রথম প্রতিমন্ত্রী- অ্যাডভোকেট রেদোয়ান আহমেদ।
- মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা- বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাইটার্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)।
- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনার নাম- মুক্তিবর্তা।

#### স্বাধীন বাংলা ফুটবল

- স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল গঠিত হয়- ১৯৭১ সালে।
- স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলকে বায়ুক্ষেপণ আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা দেয়- ৪ জানুয়ারি, ২০০৯।

#### সপ্তম নৌ-বহর

- সপ্তম নৌবহরের কয়েকটি জাহাজের সমন্বয়ে গঠন করা হয়- ‘টাস্কফোর্স- ৭৪’।
- স্বাধীনতায়ুদ্ধকালে ভিয়েতনামের টংকিং উপসাগরে অবস্থানরত মার্কিন সপ্তম নৌবহর যে কারণে বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানকে সহায়তা করার জন্য; ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

### Teacher Student Work

০১. ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ লাভ করেছিল-  
ক. ৩৩০টি আসন খ. ১৬৭টি আসন

গ. ১৭২টি আসন ঘ. ৩০০টি আসন  
০২. ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কয় দফা দাবি পেশ করেন?



- ক. ৬ দফা খ. ৪ দফা গ. ১১ দফা ঘ. ৭ দফা
০৩. বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ কী ঘোষণা করেন?  
ক. সামরিক আইন জারি করা  
খ. স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা  
গ. অনশন ধর্মঘটন আহ্বান  
ঘ. পুনরায় নির্বাচনে দাবি
০৪. শেখ মুজিবুর কোন ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্যে স্বাধীনতার প্রাচছন ঘোষণা ছিল?  
ক. ১ মার্চের ভাষণ খ. ৭ মার্চের ভাষণ  
গ. ২৩ মার্চের ভাষণ ঘ. ২৫ মার্চের ভাষণ
০৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সনের ৭ মার্চ কোথায় ঐতিহাসিক ভাষণ দেন?  
ক. মানিক মিয়া এভিনিউতে খ. রেসকোর্স ময়দানে  
গ. পল্টন ময়দানে ঘ. লালদীঘি ময়দানে
০৬. ৭ মার্চ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান কত মিনিট ভাষণ দিয়েছিলেন?  
ক. ১৬ মিনিট খ. ১৮ মিনিট গ. ২০ মিনিট ঘ. ২২ মিনিট
০৭. শুধু একটি নম্বর '৩২' উল্লেখ করলে ঢাকার একটি বিখ্যাত বাড়িকে বোঝায়। বাড়িটি কী?  
ক. গণভবন খ. বঙ্গভবন গ. আহসান মঞ্জিল  
ঘ. ধানমন্ডি, ঢাকার সে সময়কার ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর বাসভবন
০৮. ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ কেন বিখ্যাত?  
ক. ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস  
খ. বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানের ভাষণের জন্য  
গ. গণঅভ্যুত্থান দিবসের জন্য  
ঘ. ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণার জন্য
০৯. কত তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়?  
ক. ৭ মার্চ ১৯৭১ খ. ২৬ মার্চ, ১৯৭১  
গ. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঘ. ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
১০. নিচের কোন দেশ দুটির স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রয়েছে-  
ক. বাংলাদেশে ও যুক্তরাজ্য খ. বাংলাদেশে ও যুক্তরাষ্ট্র  
গ. বাংলাদেশ ও ফ্রান্স ঘ. যুক্তরাষ্ট্র ও আলবেনিয়া

১১. হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা কবে, কখন বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়ি আক্রমণ করে?  
ক. ৭ মার্চ ১৯৭১ খ. ২৫ মার্চ ১৯৭১  
গ. ২৬ মার্চ ১৯৭১ ঘ. ২৭ মার্চ ১৯৭১
১২. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় কবে?  
ক. ১ এপ্রিল খ. ১০ এপ্রিল গ. ১৭ এপ্রিল ঘ. ২৩ এপ্রিল
১৩. তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান কোন বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?  
ক. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র খ. রেডিও পাকিস্তান, চট্টগ্রাম  
গ. চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র ঘ. কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র
১৪. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ছিল?  
ক. বৃহস্পতিবার খ. শুক্রবার গ. শনিবার ঘ. রবিবার
১৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন কে?  
ক. তাজউদ্দীন আহমদ খ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম  
গ. অধ্যাপক ইউসুফ আলী ঘ. মনসুর আলী
১৬. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কোন তারিখ?  
ক. ২৬ মার্চ খ. ৪ এপ্রিল গ. ১০ এপ্রিল ঘ. ১০ মে
১৭. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন?  
ক. খন্দকার মোশতাক আহমেদ খ. তাজউদ্দীন আহমদ  
গ. ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ঘ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
১৮. বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৭ এপ্রিল কেন বিখ্যাত?  
ক. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার শপথ নেন  
খ. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়  
গ. তাজউদ্দীন আহমদ অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন  
ঘ. উপরের সবগুলোই
১৯. ভবেরপাড়া কোন জেলায় অবস্থিত?  
ক. যশোর খ. কুষ্টিয়া  
গ. মেহেরপুর ঘ. চুয়াডাঙ্গা
২০. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল কবে?  
ক. ১৯৭০ সালের ১০ এপ্রিল খ. ১৯৭০ সালের ১৭ এপ্রিল  
গ. ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ঘ. ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল

### BCS Previous Question

০১. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘে কোন দেশ বাংলাদেশের পক্ষে 'ভেটো' প্রদান করেছিল? [৪০তম বিসিএস]  
ক. যুক্তরাজ্য খ. ফ্রান্স  
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. সোভিয়েত ইউনিয়ন
০২. বাংলাদেশ জাতিসংঘের- [৪০তম বিসিএস]  
ক. ১৪৬তম সদস্য খ. ১৩৬তম সদস্য  
গ. ১২৬তম সদস্য ঘ. ১১৬তম সদস্য
০৩. 'Let there be Light'-বিখ্যাত ছবিটি পরিচালনা করেন- [৪০তম বিসিএস]  
ক. আমজাদ হোসেন খ. জহির রায়হান  
গ. খান আতাউর রহমান ঘ. শেখ নিয়ামত আলী
০৪. বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ভাষণের সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন চলছিল সেটি হল- [৩৬তম বিসিএস]

- ক. ইসলামাবাদের সামরিক সরকার পদত্যাগের আন্দোলন  
খ. পূর্ব পাকিস্তানের অসহযোগ আন্দোলন  
গ. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পদত্যাগ আন্দোলন  
ঘ. মার্শাল 'ল' পদত্যাগের আন্দোলন
০৫. মুজিবনগর কোন জেলায় অবস্থিত? [৩৩তম, ২০তম বিসিএস]  
ক. যশোর খ. কুষ্টিয়া  
গ. মেহেরপুর ঘ. চুয়াডাঙ্গা
০৬. আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কবে জারি হয়? [২২তম, ১৪তম বিসিএস]  
ক. ১০ এপ্রিল ১৯৭১ খ. ১৭ এপ্রিল ১৯৭১  
গ. ৭ মার্চ ১৯৭১ ঘ. ২৫ মার্চ ১৯৭১

০৭. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে যে ব্যক্তি দাওয়াজি করে-

[২০ তম বিসিএস]

- ক. জেনারেল নিয়াজী খ. জেনারেল টিকা খান  
গ. জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঘ. জেনারেল হামিদ খান

০৮. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন? [৩৫তম বিসিএস]

- ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ. জেনারেল এম. এ. ওসমানী  
গ. কর্নেল শফিউল্লাহ ঘ. মেজর জিয়াউর রহমান

০৯. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

[৩৩তম, ২৯তম বিসিএস]

- ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী  
গ. তাজউদ্দীন আহমাদ ঘ. ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

১০. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল?

[২৯তম, ২৩তম, ২২তম, ১১তম, ১০তম বিসিএস]

- ক. ৪টি খ. ৭টি গ. ১১টি ঘ. ১৪টি

১১. মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর কোন সেক্টরের অধীনে ছিল? [১৮তম বিসিএস]

- ক. তিন নম্বর সেক্টর খ. দুই নম্বর সেক্টর  
গ. চার নম্বর সেক্টর ঘ. এক নম্বর

১২. মুক্তিযুদ্ধকালীন কোন তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়? [৩৬তম বিসিএস]

- ক. ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ. ২৬ মার্চ ১৯৭১  
গ. ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঘ. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

১৩. বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতিদানকারী দেশ কোনটি? [২৯তম বিসিএস]

- ক. ভারত খ. শ্রীলঙ্কা  
গ. ভুটান ঘ. রাশিয়া

১৪. কোন আরব দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে?

[২২তম, ১০ম বিসিএস]

- ক. ইরাক খ. মিসর  
গ. কুয়েত ঘ. জর্ডান

১৫. বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতিদানকারী দ্বিতীয় দেশের নাম?

[১৭তম বিসিএস]

- ক. ভারত খ. রাশিয়া গ. ভুটান ঘ. নেপাল

১৬. মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন কে? [২২তম বিসিএস]

- ক. জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী  
খ. গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার  
গ. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান  
ঘ. ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

১৭. ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার কোথায় আত্মসমর্পণ করে? [২০তম বিসিএস]

- ক. রমনা পার্কে খ. পল্টন ময়দানে  
গ. তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঘ. ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে

১৮. বাংলাদেশ নিম্নে উল্লেখিত কোন সময়ের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল? [১৫তম বিসিএস]

- ক. ১৭৮৯-৭৯ খ. ১৯৭৯-৮০  
গ. ১৯৮০-৮১ ঘ. ১৯৮১-৮২

১৯. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের কোথায় বাংলা ভাষণ প্রদান করেন? [২২তম বিসিএস]

- ক. স্বস্তি পরিষদ খ. সাধারণ পরিষদের অধিবেশন  
গ. ইকোসকে ঘ. ইউনেস্কোতে

২০. বাংলাদেশ কমনওয়েলথ সদস্যপদ লাভ করে- [২০ তম বিসিএস]

- ক. ১৮ এপ্রিল ১৯৭২ খ. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১  
গ. ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ঘ. ২৫ মার্চ ১৯৮২

২১. বাংলাদেশ কত সালে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)-এর সদস্যপদ লাভ করে? [২৭ তম বিসিএস/ ২৬তম বিসিএস/ ২২তম বিসিএস]

- ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে

২২. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য? [২৭তম বিসিএস]

- ক. ১৩৬তম খ. ১৩৭তম গ. ১৩৮তম ঘ. ১৩৯তম

২৩. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীরপ্রতীক' উপাধি লাভ করে কতজন? [২৭তম বিসিএস]

- ক. ৭ জন খ. ৬৮ জন গ. ৪২৬ জন ঘ. ১৭৫ জন

২৪. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য কতজন মহিলাকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়? [২৭তম বিসিএস]

- ক. ৫ জন খ. ৭ জন গ. ২ জন ঘ. ৬ জন

২৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ করা হয়? [২৪তম, ২০তম বিসিএস]

- ক. ২৫৭ জন খ. ১৬৩ জন গ. ৪৪ জন ঘ. ৬৮ জন

২৬. মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য কয়জনকে সর্বোচ্চ সম্মান 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাব দেয়া হয়? [১৮তম, ১৩তম বিসিএস]

- ক. ৯জন খ. ৭জন গ. ৮জন ঘ. ১০জন

২৭. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের পদবি কী ছিল? [১৪তম, ১৩তম বিসিএস]

- ক. সিপাহী খ. ল্যান্স নায়েক গ. হাবিলদার ঘ. ক্যাপ্টেন

২৮. দ্যা ব্লাড টেলিগ্রাম (The Blood Telegram) গ্রন্থটির লেখক- [৩৫তম বিসিএস]

- ক. রিচার্ড সেশন খ. গ্যারি জে ব্যাস  
গ. মার্কাস ফ্রাভা ঘ. পল ওয়ালেচ

২৯. মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কে ছিলেন? [৩৮তম বিসিএস]

- ক. ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী খ. এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান  
গ. তাজউদ্দিন আহমেদ ঘ. খন্দকার মোস্তাক আহমেদ

### উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	খ	০৩	খ	০৪	খ	০৫	গ
০৬	ক	০৭	খ	০৮	ক	০৯	খ	১০	গ
১১	খ	১২	গ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	ক
১৬	খ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	খ	২০	ক
২১	গ	২২	ক	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ঘ
২৬	খ	২৭	ক	২৮	খ	২৯	খ		

Practice Question

- |   |  |
|---|--|
| <p>০১. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিসভা করে গঠিত হবে?<br/>— ১০ এপ্রিল ১৯৭১</p> <p>০২. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার শপথ নেয় কত সালে?<br/>— ১৭ এপ্রিল ১৯৭১</p> <p>০৩. বর্তমান মুজিবনগরের পূর্ব নাম কি?<br/>— ভবেরপাড়া</p> <p>০৪. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী সচিবালয় কোথায় ছিল?<br/>— ৮নং থিয়েটার রোড, কলকাতা</p> <p>০৫. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র প্রথম স্থাপন করা হয়-<br/>— কালুরঘাট, চট্টগ্রাম</p> <p>০৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অস্থায়ী সরকারের কে পাঠ করেন?<br/>— অধ্যাপক ইউসুফ আলী</p> <p>০৭. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?<br/>— সৈয়দ নজরুল ইসলাম</p> <p>০৮. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল-<br/>— মেহেরপুর</p> <p>০৯. স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়-<br/>— ১৭ এপ্রিল ১৯৭১</p> <p>১০. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়-<br/>— মুজিব নগর হতে</p> <p>১১. কোন বিদেশি সাংবাদিক ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি বর্বরতার খবর সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে প্রকাশ করেন?<br/>— সাইমন ড্রিং</p> <p>১২. মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ কোথায় সংঘটিত হয়?<br/>— গাজীপুর</p> <p>১৩. বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়-<br/>— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রসভায়</p> <p>১৪. মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী দেশ কোনটি?<br/>— যুক্তরাষ্ট্র ও চীন</p> <p>১৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিগেড আকারে মোট কয়টি ফোর্স গঠিত হয়েছিল?<br/>— ৩টি</p> <p>১৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'জেড ফোর্স' বিজ্ঞেদের প্রধান কে ছিলেন?<br/>— জিয়াউর রহমান</p> <p>১৭. ১৯৭১ সালে গৃহীত তেলিয়াপাড়া দলিলে যে রণকৌশল অবলম্বন করা হয় সেটির প্রণেতা-<br/>— মুক্তিবাহিনী</p> <p>১৮. স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বাংলাদেশি যুবকদের নিয়ে গঠিত বাহিনীর নাম কী?<br/>— মুজিব বাহিনী</p> <p>১৯. মুক্তিযুদ্ধকালে কাদেরকে নিয়ে বিএলএফ গঠন করা হয়?<br/>— বাংলাদেশি যুবকদের</p> <p>২০. মুক্তিযুদ্ধের সময় চট্টগ্রাম কত নম্বর সেক্টরের আওতায় ছিল?<br/>— ১নং সেক্টর</p> | <p>২১. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঝালকাঠী কত নম্বর সেক্টরে ছিল?<br/>— ৯নং সেক্টর</p> |
|---|--|

২২. মুক্তিযুদ্ধের সময় সিলেট কত নম্বর সেক্টরের আওতায় ছিল?  
— ৫নং সেক্টর
২৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশকে কয়টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়?  
— ৬৪টি
২৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর নিচের কত নং সেক্টরে ছিল?  
— ৮নং সেক্টর
২৫. মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম এ জি ওসমানীর বাড়ি কোন জেলায় ছিল?  
— সিলেট
২৬. মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌবাহিনী কোন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল?  
— ১০নং সেক্টর
২৭. 'Concert for Bangladesh' কে আয়োজন করেন?  
— জর্জ হ্যারিসন
২৮. কোন বিখ্যাত গায়ক ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের জন্য গান গেয়েছিলেন?  
— George Harrison
২৯. কোন বিদেশী সাংবাদিক ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বর্বরতার খবর সর্বপ্রথম বাহির্বিশ্বে প্রকাশ করেন?  
— সাইমন ড্রিং
৩০. স্বাধীন বাংলাদেশকে কখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতিদান করে?  
— ২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২
৩১. ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে দুই লক্ষাধিক ভারতীয় সেনা (মিত্রবাহিনী) আমাদের মুক্তিবাহিনীর সাথে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। উক্ত ভারতীয় সেনা কতদিন বাংলাদেশে অবস্থান করেছিল?  
— প্রায় ছয় মাস
৩২. বাংলাদেশ কত সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করেন?  
— ১৯৭৪ সালে
৩৩. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের মহাসচিব কে ছিলেন?  
— উথান্ট
৩৪. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে কোন পাকিস্তানি জেনারেল ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন?  
— জেনারেল নিয়াজী
৩৫. মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?  
— ইরাক
৩৬. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম ইউরোপীয় রাষ্ট্র-  
— পোল্যান্ড
৩৭. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ কোনটি?  
— সেনেগাল
৩৮. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বপ্রথম কোন এলাকা শত্রু মুক্ত হয়?  
— যশোর
৩৯. ১৯৭১ ইংরেজি বাংলা কত সন ছিল?  
— ১৩৭৮
৪০. বাংলাদেশে নিযুক্ত ১৪টি দাতা দেশের রাষ্ট্রদূত/হাইতি কমিশনারদের সংগঠনের নাম-  
— টুয়েসডে গ্রুপ

৪১. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১ তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন?  
— হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
৪২. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম বাংলাদেশী সভাপতি কে?  
— হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
৪৩. বাংলাদেশ মোট ক'বার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে?  
— ২ বার
৪৪. জাতিসংঘে সর্বপ্রথম কোন রাষ্ট্রনায়ক বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন?  
— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
৪৫. যে কারণে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছে-  
— আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কর্মক্রম
৪৬. জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবস্থান-  
— ২য়
৪৭. যে সন থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে-  
— ১৯৮৮
৪৮. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১৫ জন সদস্য কোথায় বিমান দুর্ঘটনায় শহীদ হন?  
— বেনিনে
৪৯. যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কোন দেশে বাংলাদেশী সৈন্যদের পাঠানো হয়েছিল?  
— কুয়েত
৫০. জাতিসংঘের মহসচিব হিসাবে প্রথম কে বাংলাদেশ সফর করেন?  
— কুর্ট ওয়াল্ড হেইম
৫১. বাংলাদেশ প্রথম কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে?  
— কমনওয়েলথ
৫২. বাংলাদেশ কোন বছর কমনওয়েলথ-এর সদস্যপদ লাভ করে?  
— ১৮ এপ্রিল ১৯৭২
৫৩. বাংলাদেশ কোন বছর আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল সদস্যপদ লাভ করে?  
— ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭৪
৫৪. কোন তারিখে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সদস্যপদ লাভ করে?  
— ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
৫৫. বাংলাদেশ কোন সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হয়?  
— জানুয়ারি ১৯৯৫
৫৬. বাংলাদেশে কোন সালে অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করে?  
— ১৯৮০ সালে
৫৭. বাংলাদেশের কোন নারী-মুক্তিযোদ্ধা 'মুক্তিবেটি' নামে পরিচিত?  
— কাঁকন বিবি
৫৮. সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক উপাধি কী?  
— বীরশ্রেষ্ঠ
৫৯. স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশে কত জন বীর বিক্রম উপাধি লাভ করেছিলেন?  
— ১৭৫ জন

৬০. বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর-এর পদবি কী ছিল?  
— ক্যাপ্টেন
৬১. বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ এর পদবি কী ছিল?  
— ল্যাপ্স নায়েক
৬২. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের মোট কতজনকে রাষ্ট্রীয় খেতাব দেয়া হয়েছে?  
— ৬৭৬ জন
৬৩. বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তাফা কামাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?  
— ভোলা
৬৪. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কোথায় কর্ম/চাকরি করতেন?  
— নৌ-বাহিনী
৬৫. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ কোথায় সমাহিত করা হয়েছে?  
— মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে।
৬৬. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য মহিলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন সেতারা বেগমকে কি খেতাব দেয়া হয়?  
— বীরপ্রতীক
৬৭. বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের বাড়ি কোথায়?  
— ঢাকা
৬৮. সেতারা বেগম কত নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন?  
— ৪নং
৬৯. 'Liberation Fighters' প্রামাণ্য চলচ্চিত্রটির পরিচালক কে?  
— আলমগীর কবির
৭০. 'টিয়ার্স অব ফায়ার' কী?  
— মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তথ্যচিত্র
৭১. ১৯৭১ সালে জর্জ হ্যারিসন কার আহবানে বাংলাদেশ কনসার্টে যোগ দেন?  
— Ravi Shankar
৭২. 'Concert for Bangladesh' কে আয়োজন করেন?  
— জর্জ উইলিয়াম
৭৩. মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যের জন্য Concert for Bangladesh আয়োজনকারী জর্জ হ্যারিসন কোন দেশের নাগরিক?  
— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৭৪. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্য কনসার্ট-খ্যাত জর্জ হ্যারিসন কোন বাদক দলের সদস্য?  
— বিটলস
৭৫. নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন কনসার্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন-  
— জর্জ হ্যারিসন
৭৬. ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর প্রধান শিল্পী-  
— জর্জ হ্যারিসন
৭৭. ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভের নাম কি?  
— বিজয় কতন